স্বাধীন ভারতের উৎসব

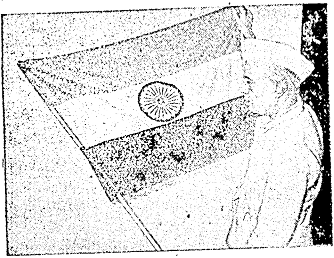

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

—ঃপ্রাপ্তি স্থানঃ—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক আনা

স্বাধীন ভারতের উৎসব

অশোক-চক্র পতাকা আজ ওড়ায় ভারত বীর,
ঐ পতাকার সঙ্গে উঁচু ভারতবাসীর শির।
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে বিজয়নাদে সবে,
বন্দেমাতরম্ জয় হিন্দ ধ্বনি গগনভেদী রবে।
ভারত স্বাধীন হয়েছে আজ গর্ব্বের সীমা নাই,
ভারত থেকে ইংরাজ-বিদায় হচ্ছে দেখি ভাই!
যে ইংরাজ-জাতি ভারতবাসীকে মেরেছে বুটের লাথি,
ভদ্র হ'য়ে আজ ভারত ছেড়ে তারা চলে যায় রাতারাতি।
শিক্ষা পেয়েছে ভারতের কাছে অহিংস বীরের কাছে,
গুলীর সামনে বুক পেতে দিয়ে যে জাতি দাঁড়িয়ে আছে।
এই সে ভারত মহান্ ভারত ধার্ম্মিক ভারতবর্ষ,
বিশ্বজগতে সভ্যতালোকে যেথানে প্রাণের স্পর্শ!
যেথানে জ্ঞানের আলোক জ্বলিছে ত্রিভুবন আলো করা,
কত জ্ঞানী গুণী মুনি ঋষি ছিল ভারতবর্ষ ভরা।
রামরাজত্ব ছিল এই দেশে প্রজার আনন্দ কত,
ন্যায়ের দণ্ড চালনা করিতে শিক্ষা ছিল অবিরত।
যে দেশে বুদ্ধ, শঙ্কর জন্মে গৌরাঙ্গ অবতার,
সেই দেশে গান্ধী জগৎপূজ্য এই যুগে আজকারি।
মোগল রাজত্ব, পাঠান রাজত্ব, নবাব বাদ্শার কীর্ত্তি,
দিল্লীভরা স্মৃতি মোগলাই যুগের তাজমহল আছে সত্যি

কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন্ হ'য়ে গেছে এই দেশে,
রসাতলে কেউ তলিয়ে গিয়েছে শূন্যে গেছে কেউ ভেসে।
ঘরোয়া বিবাদে মত্ত ভারতের দুর্ব্বলতা যবে ঘটে,
ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ পায় সুবর্ণ সুযোগ বটে !
বণিকের বেশে ইংরাজজাতি ব্যবসা করিতে এসে,
চরণের স্থান করে' নিয়ে তারা হাঁটু গেড়ে বসে শেষে।
বাদ্শা-চরণে কুনিশ করে' নতজানু হ'ল যারা,
ভিক্ষা মেগে শুধু ব্যবসা চালাতে অনুমতি পেল তারা।
তারাই শেষে বন্দী করিল নবাব, বাদ্শা, রাজা,
ভারতবাসীর কপাল পুড়িল পেতে হল তার সাজা !
বৃটিশ দাপট চলিল ভারতে আতঙ্কে মানুষ চুপ্,
লালদিঘী পাশে বানালো ইংরাজ সিরাজের 'অন্ধকূপ'।
ছোট্ট ঘরে নাকি একশ'র ওপর পূরেছিল ইংরজ,
শ্বাস রোধ করে' শুনি প্রায় সব মেরেছিল সিরাজ।
শাসনকর্ত্তা ইংরাজ আসি সেই স্মৃতিস্তম্ভ হেরি,
দৈত্যশাসন চালিয়ে গিয়েছে বাজিয়ে হিংসার ভেরী।
মিথ্যা নাকি ওই অন্ধকূপ-স্মৃতি সিরাজের অত্যাচার,
নেতাজী সুভাষ একদিন তাহা করে গেছে চুরমার্।
ভেবেছিল বুঝি ইংরাজ জাতি উঠিবে না এরা জেগে,
চিরদিন তারা করিবে শাসন কামান বন্দুক দেগে।
চিরপরাধীন রহিবে ভারত—শোষণ করিবে তারা,
গালি দেবে শুধু কালা জাতি মোরা অসভ্য হতচ্ছাড়া !
গান্ধীজি তখন বলে আচ্ছা তবে এমনি শিখিয়ে দেব,
চরকা ঘুরিয়ে অহিংসা দেখিয়ে স্বাধীনতা আনি নেব।

আমারো আছে এমনি বুলেট একটাই যদি ছাড়ি,
বা'র হ'য়ে যাবে ইংরাজ জাতির পেটে ভরা ভুঁড়ি-নাড়ী।
বুলেটের নামে কেঁপে উঠে বুক ইংরাজ চমকে ওঠে,
গান্ধীজি বলে, আমার বুলেট ছ'হাজার মাইল ছোটে।
বয়কট-বুলেট ছাড়িল গান্ধী ম্যাঞ্চেষ্টার যায় পুড়ে,
কাপড়ের মিল বন্ধ হ'ল সেথা ছ'হাজার মাইল দূরে।
তারপর চলে আইন অমান্য লবণ তৈরীর ছলে,
পুলিশকে নিয়ে হাঁড়ি-ভাঙা খেলা গান্ধীজির চেলা দলে।
বয়কট বুলেট, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো রব ছেড়ে,
রস্তা দেখিয়ে চতুর গান্ধী স্বাধীনতা নেচে কেড়ে।
বিনা যুদ্ধে প্রায় স্বাধীনতা এল রক্তপাত অতি কম,
ইংরাজ জাতি দেশমুখো ছোটে ফেলিতে পায় না দম।
অহিংসার অস্ত্র ভদ্রতার কাছে ইংরাজের মাথা নত,
গান্ধীজির গুণে বৃটিশ শক্তি ভারতে হ'য়েছে হত।
হিংসার পথে বৃটিশ উচ্ছেদ চেয়েছিল যারা ভাই!
স্বদেশ প্রেমিক তারাও নিশ্চয় বীরত্বের সীমা নাই।
স্বদেশী সেবার পুণ্য বেদীতে তাদেরও আছে দান,
তারা বলি দেছে স্বাধীনতা তরে অমূল্য তাদের প্রাণ।
হিংসার পথে বা অহিংসার পথে শহীদ হয়েছ যারা,
শ্রদ্ধা লহ সবে ভারতবাসীর স্বর্গ হ'তে আজি তারা।
ভুলিবে না দেশ তোমাদের স্মৃতি তোমাদের দেশ-প্রীতি,
আবাল বৃদ্ধ নরনারী বহু শহীদের গাহি গীতি!
নেতাজীর কীর্ত্তি ভুলিবার নয় ধন্য সেই মহাবীর,
আজাদী ফৌজের 'জয় হিন্দ' বোল্ মন্ত্র যেই বাঙ্গালীর।

কোথা আজি সেই বাংলার দুলাল ভারতের প্রিয় নেতা,
শ্রদ্ধায় নত দেশবাসী আজ স্মরিছে তোমার কথা।
তোমার অভাবে উৎসব আজি পরিপূর্ণ যেন নয়,
'নেতাজী কোথায়', নেতাজী কোথায়' সবার অন্তরময়।
তবু আজি সবে উৎসব কর স্বাধীন হয়েছে দেশ,
যদিও হয়েছে বিভক্ত ভারত, দুঃখের নাহিরে শেষ।
হিন্দুস্থান কেটে পাকিস্থান হ'ল বৃটিশ-কুকীর্ত্তি এটা,
হিন্দু মুসলমানে প্রীতির সম্বন্ধ নষ্ট করিতে সেটা।
কেটে যাবে মেঘ দ্বন্দ্ব আমাদের নাহি রবে চিরস্থায়ী,
পাশাপাশি বাস করে যারা এক জননীর পীযূষপায়ী।
আজি তারা সব উৎসব কর অশোক-পতাকা তুলে,
বিভেদের শোক নাহি থাকে যেন যেতে হবে সব ভুলে।
হিন্দুকে আবার মুসলিম ভাই যেন ধরে বুকে টেনে,
মুসলমানকে হিন্দু ভাইরা ভাই ব'লে নেয় মেনে।
স্বাধীনতা ধন আসিয়াছে বটে অশান্তিতে ভরা দেশ,
দৃষ্টি দাও এবে সেইদিকে সবে দুর্দ্দশার হোক শেষ।
অন্নহারা জাতি ক্ষুধায় কাঁদিছে ঔষধ পায় না রোগে,
বস্ত্রহীন জাতি লজ্জায় কাটায় বঞ্চিত রয়েছে ভোগে।
দেশের দৈন্য দূর করি আগে জাতিকে বাঁচাও সবে,
স্বাধীনতা তরে উৎসব এই পরিপূর্ণ তবে হবে।

জাতীয় পতাকা

ইংরাজী ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল, বাংলা ২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার
১৩১৪ সাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। এই দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট
কর্তৃক ভারতবাসীর হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণের জন্য শুভদিনের এই
উৎসব। অশোক-চক্রবিশিষ্ট ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা এই দিন ভারতের সর্ব্বত্র
সরকারী ভবনে, লাট প্রাসাদে, দুর্গশিরে, যুদ্ধ-জাহাজে, যুদ্ধ-বিমানে,
সরকারী বে-সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে, প্রতি গৃহে অর্থাৎ জলে, স্থলে,
ব্যোমপথে সগর্বে উড্ডীয়মান হইল। ত্রিশ কোটী ভারতবাসী যে
পতাকার নীচে সমবেত হইবে, আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করিবার
জন্য যে পতাকা ধারণ করিয়া, যে পতাকার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য
লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বীরবিক্রমে বুকের রক্ত ঢালিতে প্রস্তুত হইবে, এই
সেই ভারতের জাতীয় পতাকা উন্নতশিরে গগনমার্গে উড়িতে থাকিল।
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে এই পতাকার সম্মান দিতে হইবে। এই পতাকাই
আমাদের জাতীয় একতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এই পতাকার জন্য যে সমস্ত
বীর মৃত্যু বরণ করিয়া শহীদ হইয়াছেন, কি হিংসাপথে কি অহিংসাপথে
সকল বীরের প্রতি আজ আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আর শ্রদ্ধাবনত
চিত্তে এই পতাকাকে অভিবাদন জানাই। এই পতাকা ভারতের গৌরব—
ভারতের শক্তি—ভারতের মুক্তির নিদর্শন স্বাধীন জাতির ঝাণ্ডা—
আমাদের বুকের রক্ত, আসুন! এই পতাকা ধারণ করিয়া আমরা সমস্ত
কণ্ঠে উচ্চারণ করি—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ!

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কনট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৫। জয় হিন্দ ১৬। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৭। পেট শাসন—ভুঁড়ি অপারেশন ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১ নং ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ২নং ২০। গৃহযুদ্ধ ২১। বিষাদ-সিন্ধু ২২। বউ কথা কও ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আবার আসে ২৪। ভারত ছাড়ো ২৫। নগ্ন হিন্দুর অভিযান ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৭। জয় যাত্রা ২৮। বুড়োর কাণ্ড ২৯। চাবুক ৩০। হাস্য রহস্য ৩১। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন ৩২। আশার আলো। ৩৩। দুই জাতি-দুই দেশ ৩৪। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩৫।কুলীনের মেয়ে ৩৬। নূতন বিয়ের আইন ৩৭। স্বাধীন ভারতের বিজয় নিশান। ৩৮। পাকিস্তানের জন্ম উক্ত ৩৮খানি ।০ ও ।৵০ আনা ও ৵০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাকমাশুল সহ ভিঃ পিঃতে ৩৲ তিন টাকা।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহাজাতি সাহিত্য-মন্দিরের অন্যান্য পুস্তক

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ— ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর কাহিনীর এই পুস্তকখানি পড়িতে যেমন আগ্রহ জাগে, তেমনিই তরুণ তরুণীদিগকে বিমান-জগতে কৃতিত্ব অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করে। মূল্য দেড় টাকা ভিঃ পিঃতে মাশুলসহ সাত সিকা।

ঠাকুরমার হারানো খাতা—অতি সুন্দর কবিতায় লেখা লতা-পাতা, ফল-মূল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ। প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল সহ ভিঃ পিঃতে ১৸০ সাত সিকা।

দেশসেবার পুণ্য—দেশজননী ধন্য—এমন সুন্দর মূল্যবান পুস্তক বাজারে আর নাই। পড়িতে পড়িতে প্রাণ নাচিয়া ওঠে। প্রকৃত স্বদেশ সেবার পরিচয় জানিতে পারিবেন। মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

বড় ঘরের বউ—রাজপথে টেনে নিয়ে এল এক সয়তান সুন্দরী কুলবধুকে—কি তার পরিণাম পড়িতে পড়িতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। মূল্য ৩৷৷০ টাকা। ভিঃ পিঃ তে ৪৲ টাকা।

পাকিস্থানের মেয়ে—(বাহির হইতেছে) অতি ভয়ঙ্কর কাহিনী পড়িতে পড়িতে শিহরিয়া উঠিবেন—শিরায় শিরায় রক্তনাচন দেখা দিবে। মূল্য ২৲ টাকা। ভিঃ পিঃ তে ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাস—(বাহির হইতেছে) ভারতের স্বাধীনতার সমগ্র কাহিনী এবং দেশ নেতাদের অসংখ্য ছবি দেখিতে পাইবেন। মূল্য ৩৲ টাকা। ভিঃ পিঃ তে ৩৷৷০ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক ১৬৮।১সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত
ও ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়র্কস্ ৬৮নং সিমলা ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না দ্বারা মুদ্রিত।